শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

শাঙ্করভাষ্য : ন চলতি... (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৭।২০), বিমলমতিরমৎসরঃ... (তদেব ৩।৭। ২৪-২৫), সকলমিদমহং চ... (তদেব ৩২), যমনিয়মবিধূতকল্মষাণাম্... (তদেব ২৬) ইত্যাদি-বচনৈর্বৈষ্ণবলক্ষণস্যৈবংপ্রকারত্বাচ্চ হিংসাদিরহিতেন বিষ্ণোঃ স্তুতিনমস্কারাদিকর্তব্যমিতি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্ (তৈত্তিরীয় ১।১১।৩) শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিদ্ধ্যতে ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য... (মহাভারত শান্তিপর্ব ২৬৪।১৩), ইমং স্তবমধীয়ানঃ... (বিষ্ণুসহস্রনাম ১৩২), অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধম্... (হরিবংশ ৩।৭২। ৩৭-৩৯),অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং... (গীতা ১৭।২৮) ইত্যাদি স্মৃতিভিশ্চ শ্রদ্ধয়া স্তুতিনমস্কারাদি-কর্তব্যমশ্রদ্ধয়া ন কর্তব্যম্। ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো... (গীতা ১৭।২৩) ইতি ভগবদ্বচনাৎ স্তুতিনমস্কারা-দিকং কর্মাসাত্ত্বিকং বিগুণমপি শ্রদ্ধাপূর্বকং ব্রহ্মণোঽভিধানত্রয়প্রয়োগেণ সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং ভবতি।

আত্মানং বিষ্ণুং ধ্যাত্বার্চনস্তুতিনমস্কারাদিকর্তব্যম্।

নাবিষ্ণুঃ কীর্তয়েদ্... ইতি মহাভারতে কর্মকাণ্ডে।

সর্বাণ্যেতানি নামানি... (বিষ্ণুধর্ম ৩।১২৩।১৩), যং যং কামমভিধ্যায়েৎ... ইতি বিষ্ণুধর্মে। সর্বভূত-স্থিতং যো মাং... ইতি ভগবদ্গীতায়াম্ (৬।৩১), অহং হরিঃ... ইতি বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৮৭), গুরোর্যত্র পরীবাদো... (বিষ্ণুধর্ম ৩।২৩৩।৯২), তস্মাদ্ ব্রহ্মৈবাচার্যস্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ইতি স্মৃতেঃ।

বরং হুতবহজ্বালা... ইতি কাত্যায়নবচনাদ্ 'যত্র দেশে বাসুদেবনিন্দা তত্র বাসো ন কর্তব্য।' যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ... (৬।২৩) ইতি শ্বেতাশ্বতরো-পনিষন্মন্ত্রবর্ণাদ্ হরৌ গুরৌ চ পরা ভক্তিঃ কার্যেতি।

অবশেনাপি যন্নাম্নি... (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৮।১৯), জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি... (তদেব ২১), সকৃৎ-স্মৃতোঽপি গোবিন্দো... (পদ্মপুরাণ ৬।৮০। ১৬১), একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো... (মহাভারত শান্তিপর্ব ৪৭।৯১) এবমাদিবচনৈঃ শ্রদ্ধাভক্ত্যোঃ অভাবেঽপি নামসঙ্কীর্তনং সমস্তং দুরিতং নাশয়তী-ত্যুক্তম্, কিমুত শ্রদ্ধাদিপূর্বকং সহস্রনামসঙ্কীর্ত্তনং নাশয়তীতি।

'মনসা বা অগ্রে সঙ্কল্পয়ত্যথ বাচা ব্যাহরতি' 'যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি' ইতি শ্রুতিভ্যাং স্মরণং ধ্যানং চ নামসঙ্কীর্তনেঽন্তর্ভূতম্। যস্মিন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং... ইতি বিষ্ণুপুরাণান্তে (৬।৮।৫৬) শ্রীপরাশরেণোপসংহৃতম্।

আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি... ইতি শ্রীমহাভারতান্তে ভগবতা শ্রীবেদব্যাসেনোপসংহৃতম্।

হরিরেকঃ সদা... ইতি হরিবংশে (৩।৮৯।৯)

কৈলাসযাত্রায়াং হরিরেকো ধ্যাতব্য ইত্যুক্তং মহেশ্বরেণাপি। এতৎসর্বমভিপ্রেত্য 'এষ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ' ইত্যাধিক্যমুক্তম্।

কিমেকং দৈবতম্ (বিষ্ণুসহস্রনাম ২) ইত্যারভ্য 'কিং জপন্ মুচ্যতে জন্তুঃ' (তদেব ৩) ইতি ষট্প্রশ্নেষু 'যতঃ সর্বাণি' (তদেব ১১) ইতি প্রশ্নোত্তরাভ্যাং যদ্ব্রহ্মোক্তং তদ্বিশ্বশব্দেনোচ্যত ইতি ব্যাখ্যাতম্।

তৎকিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—*'বিষ্ণুঃ'* ইতি। তথা চ ঋগ্বেদে—তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভ জনুষা পিপর্তন... (২।২।২৬) ইত্যাদিশ্রুতিভির্বিষ্ণো-র্নামসঙ্কীর্তনং সম্যগ্জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে বিহিতম্। তমেব স্তোতারঃ পুরাণং যথা জ্ঞানেন সত্যস্য গর্ভং জন্মসমাপ্তিং কুরুত।

জানন্তঃ আঅস্য বিষ্ণোঃ নামাপি আবদত অন্যে বদন্ত মা বা হে বিষ্ণো বয়ং তে সুমতিং শোভনং মহঃ ভজামহে ইতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ। বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুঃ বিষব্যাপ্ত্যভিধায়িনো নুক্প্রত্যয়ান্তস্য রূপং বিষ্ণুরিতি। দেশকালবস্তু-পরিচ্ছেদশূন্য ইত্যর্থঃ। ব্যাপ্তে মে রোদসী পার্থ... ইতি মহাভারতে (শান্তিপর্ব ৩৪১।৪২-৪৩), যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্বং... ইত্যাদিশ্রুতের্বৃহন্নারায়ণে (১৩।১।২), সর্বভূতস্থমেকং... ইত্যাত্মবোধো-পনিষদি (১), বিশতের্বা নুক্প্রত্যয়ান্তস্য রূপং বিষ্ণুরিতি। যস্মাদ্বিষ্টমিদং সর্বং... ইতি বিষ্ণুপুরাণে (৩।১।৪৫)। যদুদ্দেশেনাধ্বরে বষট্ ক্রিয়তে স *বষট্কারঃ*। যস্মিন্‌যজ্ঞে বা বষট্ক্রিয়া স বষট্কারঃ 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৭।৪) ইতি শ্রুতের্যজ্ঞো বষট্কারঃ। যেন বষট্কারাদিমন্ত্রাত্মনা বা দেবান্ প্রীণয়তি স বষট্কারঃ। দেবতা বা, 'প্রজাপতিশ্চ বষট্কারশ্চ' ইতি শ্রুতেঃ। চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ... ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ।

ভূতং চ ভব্যং চ ভবচ্চ ভূতভব্যভবন্তি তেষাং প্রভুঃ *ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ* কালভেদমনাদৃত্য সন্মাত্রপ্রতিযোগিকমৈশ্চর্যমস্যেতি প্রভুত্বম্।

রজোগুণং সমাশ্রিত্য বিরিঞ্চিরূপেণ ভূতানি করোতীতি ভূতকৃৎ।

তমোগুণমাস্থায় স রুদ্রাত্মনা ভূতানি কৃন্ততি কৃণোতি হিনস্তীতি ভূতকৃৎ।

সত্ত্বগুণমধিষ্ঠায় ভূতানি বিভর্তি পালয়তি ধারয়তি পোষয়তীতি বা ভূতভৃৎ। প্রপঞ্চরূপেণ ভবতীতি, কেবলং ভবতীত্যেব বা *ভাবঃ*। ভবনং ভাবঃ সত্তাত্মকো বা। *ভূতাত্মা* ভূতানামাত্মান্তর্যামীতি ভূতাত্মা 'এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ' (বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩-২২) ইতি শ্রুতেঃ। ভূতানি ভাবয়তি জনয়তি বর্ধয়তীতি বা *ভূতভাবনঃ*॥

ভাবানুবাদ : যাঁরা সর্বভূতে শ্রীভগবানকে দর্শন করেন, বিরল সেই পুণ্যাত্মাদের যমদূতেরও স্পর্শ করার অধিকার নেই। বিষ্ণুপুরাণে যমরাজ তাঁর নিজস্ব দূতগণকে বলছেন, যমনিয়মাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ, প্রিয়ংবাদী, সর্বভূতে হিতকারী যেসব পুরুষ নিজ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত শ্রীহরিকে উপলব্ধি করেছেন, নবীনতরুর মতো তাঁরা সজীব, সৌম্য। প্রিয়দর্শন সেই সকল পুরুষদের তোমরা স্পর্শও কোরো না (৩।৭।২০, ২৪-২৬, ৩২)।

অন্বয়মুখে (ইতিবাচক ভাষায়) শ্রদ্ধাভক্তিরূপ উপাসনা, যজ্ঞভাবনায় কৃত সৎকর্ম, বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় সমর্পিত জীবনের আদর্শের কথা বলে ভাষ্যকার এবার ব্যতিরেকমুখে (নিষেধাত্মক ভাষায়) বলছেন, দাতার দান শ্রদ্ধাতেই পবিত্র হয়, অশ্রদ্ধার দান বা কার্যাদি নিষ্ফল। যজ্ঞহীন পুরুষ (পঞ্চভূতাদি দ্রব্যময় যজ্ঞ, নামযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ থেকে বিরত যে-পুরুষ), শ্রদ্ধাহীন পুরুষ, অসংস্কৃত পুরুষ, রাগদ্বেষাদি স্বার্থে মোহাসক্ত পুরুষ, নিরন্তর ক্রয়-বিক্রয়াদি বোধে আসক্ত অর্থলোভী বিষয়ী পুরুষের দানযজ্ঞ দেবতা স্বীকার করেন না। উদ্দেশ্যবিশেষে তাঁরা যজ্ঞাদিকার্যে প্রবৃত্ত হলেও তাদের দানযজ্ঞের ফল আসুরিক হয় (হরিবংশ

৩।৭২।৩৭-৩৯)। সমস্ত কর্মভাবনা বা কর্মসংকল্প তাই 'ওঁ তদ্ সৎ' ইতি উচ্চারণেই অর্পণ করা বিধেয় (গীতা ১৭।২৩)। যজমান (যজ্ঞকর্তা) যজ্ঞের পূর্বে নিজেকে বিষ্ণুভাবে ভাবিত করেই নিজেকে যজ্ঞকর্মে বিনিয়োগ করবে (মহাভারত কর্মকাণ্ড)। গোবিন্দে তন্ময়তা দ্বারাই জীবনে ঐহিক-পারত্রিক সব অভীষ্ট লাভ হয় (বিষ্ণুধর্ম)।

শ্রদ্ধার প্রসঙ্গে ভাষ্যকার আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন আচার-সংহিতা এবং আচার্য-উপাসনার তত্ত্ব। বিষ্ণুধর্ম (৩।২৩৩।৯২), শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ (৬।২৩) গুরু এবং ইষ্টে একত্ব বুদ্ধি অর্পণ করার কথা বলেছেন। বলেছেন, যেখানে এঁদের নিন্দা হয়, সেই স্থান বর্জন করা উচিত। এ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেন সমস্ত পুরাণ যেমন বিষ্ণুপুরাণ (৬।৮।১৯, ২১), পদ্মপুরাণ (৬।৮০।১৬১), মহাভারত (শান্তিপর্ব ৪৭।৯১) ইত্যাদি সকলেই নামসংকীর্তনের প্রশংসা করে বলেছেন, যেভাবেই উচ্চারিত হোক ভগবানের নামোচ্চারণের শুভফল অনতিক্রম্য। অশ্বমেধ যজ্ঞ করেও যজ্ঞকর্তার পুনর্জন্ম হতে পারে, কিন্তু নামসাধকের পুনর্জন্ম অসম্ভব। সামান্য নামসাধনার ফলই যেখানে এমন, সেখানে সন্নিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ, সভক্তি নামসাধনা নিয়ে আর কী বলার আছে? এমনকী ঈশ্বরের নাম স্মরণ এবং ধ্যানও নামসাধনার মধ্যেই পড়ে।

উপসংহার বা শেষকথা যদি বলতে হয়, তাহলে বিষ্ণুপুরাণান্তে অচ্যুতের কীর্তনের কথা বলা হয়েছে, মহাভারতে বলা হয়েছে নারায়ণের ধ্যানের কথা। তাই হরিবংশের উদ্ধৃতি দিয়ে ভাষ্যকার বলছেন, "হে বিপ্রগণ, ওঙ্কার জপ করো আর কেশবের ধ্যান করো।" এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভীষ্ম বলেছিলেন, "এষ মে সর্বধর্মানাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ'—সব ধর্মের মধ্যে আমার মতে এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

যে-ছটি প্রশ্ন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে করেছিলেন, "কে সেই একমাত্র দেব (কিম্ একম্ দৈবতম্ লোকে—), কোন নাম জপের দ্বারা প্রাণী সংসারযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় (কিং জপন্ মুচ্যতে জন্তু—), তার উত্তরে প্রথমেই ভীষ্মদেব জানালেন বিশ্বরূপী কার্যব্রহ্ম-এর নাম, ওঙ্কার যার প্রতীক উপাসনা এবং সর্বভূতে আত্মদর্শন-ই যার ফল বা সিদ্ধি।

কে এই বিশ্ব? এমন যদি জিজ্ঞাসা বা আকাঙ্ক্ষা মনে ওঠে, তবে তার উত্তর হবে বিষ্ণু। ঋগ্বেদে বিষ্ণুনাম সংকীর্তনের বিধান আছে এবং তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতা দেখানো হয়েছে বিষ্ণুর প্রতি নিষ্কাম ভালবাসায়—'বয়ং তে সুমতিং শোভনং মহঃ ভজামহে'—অন্যেরা আপনার নাম জপ করুক অথবা না করুক, আমরা আপনার নয়নমনোহর রূপেরই স্তুতি করি—এমন শ্লোক পাওয়া যায়।

বেবেষ্টি, ব্যাপ্নোতি অর্থাৎ যা ব্যাপ্ত, সর্বব্যাপী তাই বিষ্ণু। ব্যাপ্তি অর্থে 'বিষ্' ধাতুর সঙ্গে নুক্ প্রত্যয়ের সংযোগে বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তি। দেশ (স্থান), কাল (সময়), বস্তু (কোনও বিশেষ রূপ বা আকার) ইত্যাদি কোনও বিশেষ কিছুতেই সীমাবদ্ধ বা সংজ্ঞাবদ্ধ তিনি নন। 'পরিচ্ছিন্ন'-এর পারিভাষিক অর্থ সীমিত। বিষ্ণু অপরিচ্ছিন্ন, অসীম, অনন্ত। মহাভারত (শান্তিপর্ব ৩৪১।৪২-৪৩), বৃহৎনারায়ণ উপনিষদ (২৩।১।২), আত্মবোধ উপনিষদ (১) থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে ভাষ্যকার বিষ্ণুর অর্থ করেছেন 'বিস্তার' যিনি অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত, বিস্তৃত তিনি বিষ্ণু। আবার বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে (৩।১।৪৫) যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বে প্রবিষ্ট তিনিই বিষ্ণু।

পিতামহ ভীষ্মের তৃতীয় উচ্চারিত নাম 'বষট্কার'। 'বষট্' হচ্ছে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার সময় উচ্চারিত শব্দ। যাঁকে কেন্দ্র করে ওই যজ্ঞ বা আহুতি তিনিই বষট্কার। ভাষ্যকার বলছেন যে-উদ্দেশ্য বা সংকল্প দিয়ে যজ্ঞ, সেই সংকল্পকে (উদ্দেশ্যকে) বলা যায় বষট্কার অথবা যজ্ঞক্ষেত্র নিজেই ('যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' শ্রুতি অনুসারে)

বষট্‌কার হতে পারে। এমনকী যে-মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করা হচ্ছে সেই মন্ত্রকেও বষট্‌কার বলা যেতে পারে। অথবা যাঁর উদ্দেশে ওই 'বষট্' বা আহুতি সেই দেবতাকে বলা যেতে পারে বষট্‌কার।

যজ্ঞের সংকল্প (উদ্দেশ্য), ক্ষেত্র (হোমকুণ্ড), মন্ত্র বা মন্ত্রের দেবতা এর যে কোনওটা অথবা সকলেই হতে পারে বষট্‌কার।

ভূত (অতীত), ভব্য (ভবিষ্যৎ), ভবৎ (বর্তমান) এই কালত্রয়ের যিনি প্রভু তিনিই 'ভূতভব্যভবৎপ্রভু'। এখানে প্রভু-র অর্থ যিনি এই কালত্রয়ের নিয়ন্তা, এই কালভেদ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, যাঁর সত্তামাত্রে কাল (মুহূর্তবোধ) স্থাপিত হয় সেই অনন্ত কালাতীত শেষশায়ী যিনি, তিনি বিষ্ণু।

সৃষ্টির শুরু যাঁর নাভিকমল থেকে, সৃষ্টির শেষ যাঁর মুখাগ্নিতে (গীতা ১১।২৫-৩০), রজোগুণ আশ্রয় করে ব্রহ্মরূপে যিনি ভূতবর্গ (জীববর্গ) সৃষ্টি করেছেন তিনি ভূতকৃৎ—ভূতানি করোতি ইতি ভূতকৃৎ। অথবা তমোগুণকে আশ্রয় করে যিনি রুদ্ররূপে ভূতবর্গকে নিজের মধ্যে লয় করছেন তিনি ভূতকৃৎ—ভূতানি কৃন্ততি ইতি ভূতকৃৎ।

সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে তিনি ভূতবর্গের পালনপোষণ করছেন তাই তিনি ভূতভৃৎ—ভূতানি বিভর্তি ইতি ভূতভৃৎ।

ভূধাতু সত্তা অর্থে, ভবতি ইতি ভাবঃ। প্রপঞ্চরূপে তিনিই এই চরাচরে ব্যাপ্ত, যা দেখি যত দূর দেখি তা তিনি, কেবল তিনিই। বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৩।৭।৩-২২) বলছেন, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ, বিষ্ণুপুরাণ বলছেন (১।২।৬৯) 'স এব সর্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ'—তাই তিনি ভূতাত্মা।

সমস্ত ভূতবর্গের অর্থাৎ প্রাণিবর্গের যিনি ভাবনা করেন, পালন, উৎপত্তি বা বৃদ্ধি করেন তিনি ভূতভাবনঃ।

(ক্রমশ)